দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 APR 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েব সাইট

দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে জানতে চান? এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার যাবতীয় তথ্য পেতে সাহায্য নিতে পারেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। প্রায় সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে নিজস্ব ওয়েব সাইট। এগুলোতে চোখ রেখে জেনে নিতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য। ওয়েব এড্রেস জেনে নিন।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: www.univdhaka.edu
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: www.juniv.edu
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: www.ctgu.edu
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: www.ru.ac.bd
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: www.ku_architecture.edu
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়: www.buet.ac.bd
- ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়: www.duet.ac.bd
- খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়: www.kuet.ac.bd
- চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়: www.cuet.ac.bd
- রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়: www.ruet.ac.bd
- ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: www.bau_mymensingh.org
- সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: www.sust.edu.bd
- নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: www.nstu.edu.bd
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: www.bsmmu.edu

প্রথমেই কথা ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো নিয়ে। সবাই-ই বলেন, নিজেদের মতো করে তাদের কথাগুলো সাজালে হয়ে ওঠে এমন- বাংলাদেশের অন্যসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ইস্টওয়েস্ট সর্বদাই এগিয়ে। ভিন্ন ভিন্ন নামে রয়েছে এই ভার্সিটির ৬টি নিজস্ব ভবন। যেগুলোর প্রত্যেকটিতে আছে ইন্টারনেট, লিফট, জেনারেটরসহ বিবিধ সুবিধা। প্রত্যেক ক্লাস রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আছে বিভাগভিত্তিক আলাদা ল্যাব, রিডিং রুম। আর আছে ছেলে ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমন রুম, এমনকি নামাজের জায়গাও।

আমাদের রয়েছে তিনতলা বিশিষ্ট সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, যেখানে প্রয়োজনীয় সব বইপত্র ছাড়াও আছে বিশ্বের নামকরা প্রথম শ্রেণীর সব পত্রপত্রিকা। এখান থেকে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও বইপড়ার সুযোগ পেয়ে থাকি। আরো আছে নিজস্ব মেডিকেল সেন্টার যেখানে ডাক্তার ও নার্সরা শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক সেবাদানে প্রস্তুত। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি সেমিস্টারভিত্তিক। প্রতি বছর ৩টি সেমিস্টার, পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ থাকে সবসময়। ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য রয়েছে কুইজের ব্যবস্থা আর ভিন্ন ভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট।

আমাদের শিক্ষকরা সবাই উচ্চ ডিগ্রিধারী এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। শিক্ষাদানে তারা যথেষ্ট আন্তরিক। এ তো গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এবার নিজেদের কথায় আসা যাক। বৈশাখকে অভিবাদন জানালেন কীভাবে? জানতে চাইলে ইমন বললেন, কীভাবে মানে? আমাদের তো বিশাল অডিটরিয়াম রয়েছে। এখানেই আমরা বৈশাখকে তার রঙে রাঙিয়েছি। তার কথায় কথা যোগ করলেন উপমা। আমরা প্রতিটি ইভেন্টে নিজেদের ক্যাম্পাসে নিজেদের মতো করে অনুষ্ঠান করে থাকি। আমাদের সবকিছুর জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা ক্লাব। এ সময় হাসান দৃপ্ত চোখে চেয়ে বলল, শুধু কী তাই? এখানের সাংস্কৃতিক ক্লাব হতে প্রতি বছর স্টার সার্চের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ গায়ক, নাট্যঅভিনেতা, বক্তা নির্বাচিত হয়ে থাকে। সব মিলে সময় কাটানো আর বিনোদনের এক অপরিহার্য উপাদান আমাদের এ ক্যাম্পাস। এভাবেই নিজেদের এ দিকটি তুলে ধরলেন তারা।

অভিজিতের কথায় আসে রাজনীতির প্রসঙ্গ। এখানে সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ, তবে এতে তারা অসন্তুষ্ট নন। বরং তাদের মতে ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্য যদি হয় নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন তো প্রচলিত রাজনীতির বাইরে সে গুণ অর্জনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এখানে। এখানের ক্লাবগুলোতে রয়েছে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক। যারা প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা তাদের এ অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারদর্শী।

ক্যাম্পাসে আড্ডা আর বন্ধুত্বের বিষয়ে কথা উঠলে শাকিলাই মুখ খোলে প্রথমে। এখানে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সিনিয়র জুনিয়র কোনো ভেদাভেদ নেই। যে যার সাথে ইচ্ছে বন্ধুত্ব করতে পারে। আর এখানের